মেসি কাণ্ড

প্রাক্তন মন্ত্রীর নামে দায়ের এফআইআর

আজকালের প্রতিবেদন

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মেসি কাণ্ডে শনিবার রাতে রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এফআইআর নথিভুক্ত হল বিধাননগর দক্ষিণ থানায়। গত ১৭ মে মেসি ইভেন্টের মূল উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্তের আনা অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের হয়। প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীর বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৩ (৫)/ ৩০৮(২)/ ৩১৮(৪)/ ৩৫১(২)/ ৬১(২) ধারা, অর্থাৎ টিকিটে কালোবাজারি, চাঁদাবাজি, অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন, প্রতারণা ইত্যাদির অভিযোগ এনেছেন শতদ্রু। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ।

বিজেপি নেতাকে মার, ধৃত ৪

বিজেপি নেতাকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে গোঘাটের শ্রীপুর এলাকায়। আক্রান্ত ওই বিজেপি নেতার নাম গুরুপদ কর্মকার। তিনি গোঘাট–১ নম্বর মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক। প্রতিদিনের মতো এদিন রাতেও তিনি সহকর্মীদের নিয়ে স্থানীয় একটি ক্লাবে আইপিএল ক্রিকেট খেলা দেখছিলেন। তখনই বেশ কিছু দুষ্কৃতী কাপড়ে মুখ ঢেকে ক্লাবে ঢুকে তাঁর উপর চড়াও হয়। ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাঁর উপর আক্রমণ চালায়। গোঘাট থানার পুলিশ এই ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

ইস্তফা দাঁইহাটের পুরপ্রধানের

‘বেতন না দিতে পারার ব্যর্থতা’ স্বীকার করে তৃণমূল নিয়ন্ত্রিত দাঁইহাট পুরসভার কার্যনির্বাহী আধিকারিকের কাছে ইস্তফাপত্র জমা দিলেন পুরপ্রধান সমর সাহা। সেইসঙ্গে ই–মেলে মহকুমা শাসকের কাছেও ইস্তফাপত্রের প্রতিলিপি পাঠিয়ে দিয়েছেন সমরবাবু। পুর আইন অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে বলে মহকুমা প্রশাসন সূত্রের খবর।

তৃণমূল কার্যালয় থেকে অস্ত্র উদ্ধার

তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় থেকে ধারালো অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগের তিরোল অঞ্চলের পুইন গ্রামে। স্থানীয় বিজেপি দেবু দে জানান, এলাকার মানুষ দীর্ঘদিন ধরেই এই কার্যালয়টিকে নিয়ে আতঙ্কে থাকত। কারণ এখান থেকে নাকি বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজ করা হত। তাই এদিন বিজেপি নেতাকর্মীরা ওই কার্যালয়ে যান।

কৃষি বিপণন দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকের আগে মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। বৈদ্যবাটিতে। ছবি: পার্থ রাহা

আগে আলু বিক্রিতে বাধা ছিল, আমরা তুলে দিয়েছি: দিলীপ

মিল্টন সেন

হুগলি, ৩০ মে

কৃষি বিপণন দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করলেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। শনিবার বৈদ্যবাটি দিল্লি রোড সংলগ্ন নেতাজি সুভাষ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এগ্রিকালচার মার্কেটিংয়ের দপ্তরে কৃষি বিপণন দপ্তরের বিভিন্ন জেলার আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন মন্ত্রী। বৈঠক শেষে তিনি বলেন, ‘বিভিন্ন জেলার আধিকারিকেরা উপস্থিত ছিলেন। বহু জায়গায় সরকারি গোডাউন, স্টল থেকে শুরু করে সবকিছুই রয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে বেশিরভাগ অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। অধিকাংশ জায়গায় থাকা গোডাউনের ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ অব্যবহৃত। সার্বিক ভাবে এগ্রিকালচার মার্কেটিংয়ের কাজ যাতে সুস্থ ভাবে চলে তা নিয়ে বৈঠক হল। এখানে মূল কাজ গ্রামের চাষিদের কাছ থেকে সরাসরি সবজি ইত্যাদি কিনে তা মার্কেটিং করা এবং সুফল বাংলায় তা বিক্রি করা। কিন্তু এই কাজ এতদিন সফল ভাবে হয়নি। যাতে আরও বেশি মানুষকে এর সঙ্গে যুক্ত করা যায়। আরও যাতে সুফল বাংলার স্টল বাড়ানো যায়, সেটা দেখা হবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘এতদিন আলু বিক্রিতে বাধা ছিল। বিনা কারণে আগের সরকার আলু আটকে রাখত। সেটা আমরা প্রথমেই তুলে দিয়েছি। এতে মালিকরা খুশি হয়েছে। জুন মাস থেকে কোল্ড স্টোরেজ সব খুলবে। এবার প্রচুর আলু চাষ হয়েছে। যদি অন্য রাজ্যে এই আলু না যায় বা বিদেশে না পাঠানো হয়, তাহলে আলুচাষিদের ক্ষতি হবে। সেটা যাতে না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখা হয়েছে। আগে চাষিরা ফসলের দাম পেতেন না। এখন তারা দাম পাচ্ছেন। রাজ্যের বেশিরভাগ বাজারে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। বাজারগুলিকে সুন্দর করে তোলা হবে। যাতে সাধারণ মানুষ বাজার করতে আসতে পারে। চা খেতে পারে। সেই পরিবেশ গড়ে তোলা হবে।’

সীমান্তের গ্রামে খাদ্যমন্ত্রী অশোক

স্বদেশ ভট্টাচার্য

স্বরূপনগর, ৩০ মে

ভারত–বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতার বসাতে জমি সমস্যা খতিয়ে দেখতে স্বরূপনগর সীমান্তে হাজির হলেন রাজ্যের মন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া। এদিন তিনি উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগর ব্লকের কৈজুড়ি পঞ্চায়েতের গাবরডা গ্রামে যান। এই গ্রাম দিয়ে চলে গেছে ভারত–বাংলাদেশের স্থল সীমান্ত। জমিজটের কারণে কাঁটাতারের বেড়া নেই। ফলে সীমান্ত অরক্ষিত থাকে। এই এলাকা দিয়ে অনুপ্রবেশ ঘটে বলে পুলিশ প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। জমিজট কাটাতে এদিন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া গাবরডা গ্রামে যান। সঙ্গে ছিলেন বসিরহাটের মহকুমা শাসক জেসলিন কউর, পুলিশ সুপার অলকনন্দা ভাওয়াল ও বিএসএফের পদস্থ আধিকারিকরা। সীমান্ত সুরক্ষা ও গাবরডা মণ্ডলপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়ার মানুষের দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধানে রাজ্য সরকারের তৎপরতায় এলাকার মানুষ অনেকটা নিশ্চিন্ত। তাঁদের একটাই দাবি, ওই এলাকার সীমান্ত ৫৩ ও ৫৪ নম্বর পিলার অনুযায়ী হোক। তাতে কোনও ভাবে যেন কারওর জমি বা বাড়ি কাঁটাতারের ওপারে বাংলাদেশের দিকে না পড়ে। এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, গাবরডা গ্রামে কাঁটাতার বসানোর কাজ দীর্ঘদিন থমকে ছিল। তার একমাত্র কারণ জমি সমস্যা। কী রকম জমি সমস্যা? কাঁটাতার বসাতে গেলে কোনও পরিবারের বসতবাড়ি, কারওর চাষের জমির ওপর দিয়ে সীমান্তরেখা চলে গেছে। সেখানে কাঁটাতার বসাতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়েছে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে। ফলে এই এলাকায় সীমান্ত সুরক্ষা সম্পূর্ণ ভাবে হয়নি। এদিন প্রশাসনিক কর্তা ও বিএসএফ আধিকারিকদের নিয়ে মন্ত্রী এলাকা ঘুরে দেখেন। গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন। খাদ্যমন্ত্রী বিএসএফ আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন। সীমান্ত এলাকার বিস্তারিত মানচিত্র তুলে ধরে আধিকারিকরা কাঁটাতার নির্মাণের সম্ভাব্য রূপরেখা, জমির অবস্থান, সীমান্ত নির্ধারণের বিভিন্ন দিক মন্ত্রীর সামনে তুলে ধরেন। খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া বলেন, ‘সীমান্ত এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সমস্যা যেমন বোঝা গেল তেমনি সমাধান সূত্র মিলেছে।’ তিনি বলেন, ‘সাধারণ মানুষের কোনও সমস্যা হয়, এমনটা হবে না। আবার ভারত ভূখণ্ডের এক টুকরো জমিও কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে যাবে না।’ তিনি বলেন, ‘আন্তর্জাতিক আইন মেনেই কাঁটাতার বসবে।’

স্বরূপনগর

গাবরডা গ্রামে মন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া। ছবি: প্রতিবেদক

চন্দননগর পুর নিগমে পদত্যাগ ৩০ কাউন্সিলরের

আজকালের প্রতিবেদন

হুগলি, ৩০ মে

আগেই পদত্যাগ করেছিলেন ডেপুটি মেয়র। এবার পদত্যাগ করলেন মেয়র। তাঁর সঙ্গে পদত্যাগ করলেন চন্দননগর পুর নিগমের অন্য তৃণমূল কাউন্সিলররা। সব মিলিয়ে পদত্যাগ করা তৃণমূল কাউন্সিলরের সংখ্যা দাঁড়াল ৩০।

রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই টালমাটাল হয়ে পড়ে চন্দননগর পুর নিগমের ৩৩টি ওয়ার্ড। ছিলেন ৩১ জন তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলর। আর দু’জন কাউন্সিলর ছিলেন সিপিআইএমের। শুক্রবার সকাল এবং রাত মিলিয়ে এক এক করে সবাই তাঁদের পদত্যাগপত্র জমা দেন কর্পোরেশনের চেয়ারপার্সন স্নিগ্ধা রায়ের কাছে। মেল মারফত পদত্যাগপত্র কমিশনারকেও পাঠিয়ে দেন কাউন্সিলররা। নিয়ম অনুযায়ী চেয়ারপার্সন পদত্যাগপত্র কর্পোরেশনের কমিশনারের কাছে পৌঁছে দেন। পদত্যাগ করার পর চন্দননগরের বিদায়ী মেয়র রাম চক্রবর্তী বলেন, ‘বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয় হয়েছে। মানুষের রায় তিনি মাথা পেতে নিয়েছেন। তবে তিনি ভেবেছিলেন পুর নিগমের পরিষেবা চালিয়ে যেতে পারবেন। সম্প্রতি রাজ্য পুর ও নগর উন্নয়ন দপ্তর থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুরসভার খরচের অডিট হবে। পুরনিগমের আর অর্থনৈতিক কোনও স্বাধীনতা থাকল না। সামান্য চায়ের খরচ, গাড়ির তেলের খরচ সেগুলো তাঁরা আর পাচ্ছেন না। নাগরিকদের পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। তাই কয়েকদিন অপেক্ষার পর পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

মঙ্গলকোটে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার প্রধান

চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মঙ্গলকোট, ৩০ মে

বিপুল আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার মঙ্গলকোটের ক্ষীরগ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান বানু মণ্ডল। শুক্রবার বিকেল থেকেই স্থানীয় বাসিন্দারা পঞ্চায়েত কার্যালয়ে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে প্রধানকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান মঙ্গলকোটের নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক শিশির ঘোষ। শিশিরবাবুর দাবি, ‘জেরার মুখে প্রধান দুর্নীতির কথা স্বীকার করেছেন। সজলধারা প্রকল্পের পাইপ–সহ বিভিন্ন সরঞ্জাম ও পঞ্চায়েতের গাছ বিক্রির ২০ লক্ষেরও বেশি টাকার সঠিক হিসেব দিতে পারেননি প্রধান।’ শুক্রবার রাতেই পঞ্চায়েত কার্যালয়ে গিয়ে প্রধান বানু মণ্ডলকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। শনিবার সকালে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। শনিবার কাটোয়া মহকুমা আদালতে পেশ করলে বিচারক পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

এদিকে সরকারের দানের তাঁতযন্ত্র প্রকৃত প্রাপককে না দিয়ে অন্যত্র বিক্রি, আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে কাটমানি নেওয়া–সহ গুচ্ছ অভিযোগ কালনার তৃণমূল–শাসিত কৃষ্ণদেবপুর পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আবদুল সালাম শেখের বিরুদ্ধে। এলাকার বাসিন্দারা অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবিতে কালনা থানায় গণস্বাক্ষরিত আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন।

ঝড়ে গাছ ভেঙে মৃত্যু

বিজয়প্রকাশ দাস

বর্ধমান, ৩০ মে

কালবৈশাখীর ঝড়ে বাড়ির ওপর বিশাল গাছ ভেঙে পড়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃত যুবকের নাম কমলকুমার গুপ্ত (৪০)। শুক্রবার সন্ধেয় মেমারি থানার রেল কলোনি সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সন্ধে নাগাদ কালবৈশাখীর প্রবল ঝড়ে কমল কুমার গুপ্তর বাড়ির অ্যাসবেস্টসের চালের ওপর একটি প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। তাতেই তিনি চাপা পড়ে গুরুতর ভাবে জখম হয়েছেন। তাঁকে স্থানীয় মানুষ উদ্ধার করে। এবং দ্রুত মেমারি গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই মৃত্যুর খবর এলাকায় পৌঁছোলে শোকের ছায়া নেমে আসে। শনিবার তাঁর মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের পুলিশ মর্গে পাঠিয়ে দেয় মেমারি থানার পুলিশ।

ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা পরিষেবা

যজ্ঞেশ্বর জানা

এগরা, ৩০ মে

গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ভোলবদল ঘটল এগরায়। প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষের কাছে এবার সহজেই পৌঁছোবে চিকিৎসা। চালু হল ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা পরিষেবা। শনিবার এই অভিনব উদ্যোগের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। পতাকা নেড়ে পরিষেবার সূচনা করেন কাঁথির প্রাক্তন সাংসদ শিশির অধিকারী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক নিরঞ্জন কুমার, পুলিশ সুপার অংশুমান সাহা, এগরার বিধায়ক দিব্যেন্দু অধিকারী প্রমুখ। বিধায়ক জানান, মানুষ ডবল ইঞ্জিন সরকারের সুফল পাচ্ছে। রাজ্যের নতুন সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতিতে উদ্যোগী। সেই লক্ষ্যেই দ্রুত এই মেডিক্যাল ভ্যান চালু করা হল। ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের কাছে এই বিষয়ে আবেদন জানানো হয়েছিল।

সুরক্ষার পাশাপাশি লক্ষ্য জীবিকাও

বর্ষার আগেই তিস্তাপাড়ে চলছে নৌকো মেরামতি

পার্থসারথি রায়

জলপাইগুড়ি, ৩০ মে

বর্ষার আগমনি বার্তা আসতেই তিস্তা ও জলঢাকা–সহ ডুয়ার্সের বিভিন্ন নদীপাড়ের গ্রামগুলোতে শুরু হয়েছে চরম ব্যস্ততা। প্রতি বছর বর্ষায় রুদ্ররূপ ধারণ করে তিস্তা। আর সেই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য এখন থেকেই কোমর বেঁধে নেমেছেন নদীপাড়ের হাজার হাজার বাসিন্দা। জলপাইগুড়ির নন্দনপুর–বোয়ালমারি, মণ্ডলঘাট, সারদাপল্লী, সুকান্তনগর, বিবেকানন্দপল্লী, পাহাড়পুর, বাসুসুবা, দোমোহনি ও মরিচবাড়ির মতো বিস্তীর্ণ এলাকায় এখন শুধুই নৌকো মেরামতের ব্যস্ত ছবি। নদীপাড়ে সারি সারি নৌকো রেখে চলছে কাঠ জোড়া লাগানো ও আলকাতরা মাখানোর কাজ।

নদীপাড়ের মানুষের কাছে এই নৌকো শুধু জলযানের টুকরো নয়, বরং এটি তাঁদের জীবন ও জীবিকার প্রধান অবলম্বন। বছরের পর বছর ধরে এই নৌকোকে সঙ্গী করেই প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে রয়েছেন তাঁরা। গ্রামবাসীরা জানাচ্ছেন, বর্ষার মরশুমে ভরা তিস্তায় রকমারি মাছের সম্ভার থাকে। এই সময়ে মাছ ধরাই নদীপাড়ের মানুষের আয়ের সবচেয়ে বড় উৎস। মাছ ধরার পাশাপাশি বর্ষার পাহাড়ি ঢালে ভেসে আসা কাঠ সংগ্রহ করতেও এই নৌকোগুলোর জুড়ি মেলা ভার। নদী থেকে সংগৃহীত সেই কাঠ বিক্রি করেই চলে বহু পরিবারের সংসার। জীবিকার পাশাপাশি বন্যার সময় নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছোনোর একমাত্র নির্ভরযোগ্য মাধ্যমও এই নৌকো।

আসন্ন বর্ষাকে কেন্দ্র করে নদীপাড়ের বাসিন্দাদের মনে যেমন জীবিকার টান রয়েছে, তেমনই কাজ করছে এক অজানা আতঙ্ক। ২০২৩ সালে সিকিমের ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জেরে তিস্তার যে তাণ্ডবলীলা সমতলবাসী দেখেছিল, সেই ভয়ঙ্কর স্মৃতি এখনও সাধারণ মানুষের মনে দগদগে। স্থানীয় মহম্মদ জাহিদুল হক জানান, পাহাড়ে ইতিমধ্যেই বৃষ্টি শুরু হওয়ায় তিস্তার জলস্তর ক্রমশ বাড়ছে। ফের বন্যার আশঙ্কা তৈরি হওয়ায় কোনও ঝুঁকি না নিয়ে আগেভাগেই নৌকো প্রস্তুত রাখছেন তাঁরা। এর পাশাপাশি স্থানীয় জেলেরা মাছ ধরার জাল বোনা ও মেরামতের কাজও গুছিয়ে নিচ্ছেন।

দুর্যোগের দিনে মানুষের পাশে দাঁড়াতে ও রুটিরুজির টানে ইতিমধ্যেই নদীপাড়ের বাসিন্দারা বেশ কিছু নতুন নৌকোও তৈরি করে ফেলেছেন। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বোয়ালমারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা ফুলচাঁদ মল্লিক সাড়ে ৪১ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ১১ ফুট প্রস্থের একটি বিশাল নৌকো প্রস্তুত করেছেন। প্রায় চার লক্ষ টাকা ব্যয়ে দেড় মাসের পরিশ্রমে তৈরি এই নৌকোটি ইতিমধ্যেই নদীর পাড়ের মানুষের সুবিধার কথা মাথায় রেখে তিস্তায় নামানো হয়েছে। সব মিলিয়ে, বর্ষার তাণ্ডব শুরুর আগেই নিজেদের সুরক্ষাকবচ তৈরি করতে তিস্তা পাড়ে এখন সাজসাজ রব।

বর্ষার আগেই প্রস্তুত হচ্ছে নৌকো। ছবি: প্রতিবেদক

স্কুল পরিচালনায় মায়েরা

● ১ পাতার পর

এ নিয়ে প্রধান শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণাংশু মিশ্র বলেন, ‘স্কুলে যখনই অভিভাবক সভা হত, সব সময়েই মায়েদের উপস্থিতির হার বেশি থাকত। সন্তানের পড়াশোনা নিয়ে খোঁজখবর তাঁরাই নিতেন। ফলে সেই নিরিখে বলতে পারি, পরিচালন সমিতিতে যদি অভিভাবক হিসেবে মায়েদের উপস্থিতি বাড়ে, তা হলে তার ফল স্কুলের সার্বিক উন্নয়নের পক্ষে ইতিবাচক হবে।’ বিগত সরকারের আমলে পরিচালন সমিতি গঠনে নির্বাচন তুলে দেওয়া হয়েছিল। তার বদলে স্কুলশিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে সমিতির সভাপতি হিসেবে কাউকে মনোনীত করা হত। তিনি এবং প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকা মিলে বাকি সদস্যদের মনোনীত করতেন। রাজ্যে ক্ষমতা বদলের পরই অবশ্য এই মনোনীত পরিচালন সমিতি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। আপাতত স্কুলগুলিতে প্রাশাসক নিয়োগ করা হয়েছে। দপ্তর সূত্রে খবর, পরবর্তী কালে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের এই গাইডলাইন মেনেই পরিচালন সমিতি গঠন করা হবে। তবে নির্বাচন নিয়ে আপত্তি জানিয়ে কৃষ্ণাংশু মিশ্র বলেন, ‘এই প্রক্রিয়াটির রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হওয়া নিয়ে সংশয় রয়েছে। কারণ আগেও নির্বাচনকে কেন্দ্র করে হিংসার ঘটনা ঘটেছে। অভিভাবকদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভোট এড়িয়ে বিকল্প পদ্ধতি ভাবা উচিত।’

কেন্দ্রীয় এই নির্দেশিকা বা গাইডলাইনটি শিক্ষার অধিকার আইন এবং জাতীয় শিক্ষানীতির সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। এই গাইডলাইনে পড়ুয়ার সংখ্যার নিরিখে কোন স্কুলে কত সদস্যের সমিতি গঠিত হবে, তার সংখ্যাও বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ১০০ জন পড়ুয়া রয়েছে যে স্কুলে, সেখানে পরিচালন সমিতির সদস্যসংখ্যা হল ১২ থেকে ১৫। ৫০০ জন পড়ুয়ার স্কুলে এই সংখ্যাটি হবে ১৫ থেকে ২০–র মধ্যে। আর যে স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা ৫০০–র বেশি, সেখানে সমিতির সদস্যসংখ্যা হবে ২০ থেকে ২৫–এর মধ্যে। যার মধ্যে ৫০ শতাংশ সদস্য মহিলা হওয়া বাধ্যতামূলক। সামাজিক ভাবে পিছিয়ে–পড়া এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন পড়ুয়াদের অভিভাবকদেরও আনুপাতিক হারে সমিতিতে থাকার সুযোগ দিতে হবে। এই গাইডলাইন অনুযায়ী সমিতির সভাপতি এবং সহ–সভাপতি হবেন অভিভাবকদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত সদস্য। সদস্য–সচিব হবেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক। শিক্ষাবর্ষ শুরুর একমাসের মধ্যে পরিচালন সমিতি গঠন করার কথা বলা হয়েছে। মাসে অন্তত একবার সমিতির বৈঠক হবে। সমিতির সদস্যদের পদের মেয়াদ দু’বছর। নতুন কমিটি গঠিত না হওয়া পর্যন্ত আগের কমিটি কাজ করতে পারবে। একজন সদস্য পরের কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত হতে পারবেন, তবে সদস্য–সচিব বাদে কোনও সদস্যই দুই মেয়াদের বেশি কোনও পদে থাকতে পারবেন না। কোন পরিস্থিতিতে একজন সদস্যের মেয়াদ শেষ হতে পারে, এই নির্দেশিকায় তারও উল্লেখ রয়েছে। স্কুলের আর্থিক কাজকর্মের জন্য নতুন নির্দেশিকাতেও সভাপতি এবং সদস্য–সচিব অর্থাৎ প্রধান শিক্ষকের নামে একটি আলাদা যৌথ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের কথা বলা হয়েছে। ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যয়ের কাজ সমিতি করতে পারবে। এর বেশি ব্যয় হলে টেন্ডার ডাকার কথা বলা হয়েছে। স্কুল পরিচালন সমিতি বা ম্যানেজমেন্ট কমিটির কাজের পরিধি নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী অনেক বাড়ানো হয়েছে। প্রতিটি শিশু যাতে স্কুলে ভর্তি হয় এবং নিয়মিত স্কুলে আসে, তা নিশ্চিত করা কমিটির অন্যতম দায়িত্ব। এছাড়াও স্কুলে কোনও পড়ুয়া যাতে শারীরিক, মানসিক বা সামাজিক— কোনও বাধা বা বৈষম্যের শিকার না হয়, তা নিশ্চিত করার দায়িত্বও সমিতির। কোনও পড়ুয়া যাতে মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে না দেয়, তার জন্য ড্রপআউট বা স্কুলছুট পড়ুয়াদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের চিহ্নিত করে স্কুলে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রেও সমিতিকে দায়িত্ব নিতে হবে। এছাড়াও পড়ুয়ারা যাতে বিনামূল্যে বই, স্কুল ইউনিফর্ম, বিভিন্ন স্কলারশিপ পায়, তা দেখতে বলা হয়েছে। অভিভাবক–শিক্ষক বৈঠক যাতে নিয়মিত ভাবে হয়, শিক্ষক–শিক্ষিকারা যাতে নিয়মিত স্কুলে আসেন, সিলেবাস অনুযায়ী ঠিক সময়ে পঠনপাঠন শেষ করেন— তার তদারকিও সমিতির সদস্যরা করবেন। পিএম পোষণ বা মিড–ডে মিলের খাবারের গুণমান যাচাই করবেন কমিটির সদস্যরা। স্কুলে পড়ুয়ারা যাতে নিরাপদ এবং সুরক্ষিত থাকে, সেই বিষয়টির সঙ্গে তাদের স্বাস্থ্য, পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতার দিকটিও সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখতে বলা হয়েছে।

কলকাতা পুরসভায় নিরাপত্তা বাড়ানো হল

অনুমতি ছাড়া পুরভবন থেকে কোনও নথি বাইরে নয়

আজকালের প্রতিবেদন

কলকাতা পুরসভার প্রধান কার্যালয়ে নিরাপত্তা আরও কড়া হল। অনুমতি ছাড়া একটি ফাইলও পুরসভার বাইরে নিয়ে যাওয়া চলবে না। ২৪ ঘণ্টা কড়া নজরদারি চালানোর নির্দেশ জারি করেছেন পুর কর্তৃপক্ষ।

পুরসভা সূত্রে জানা গেছে, পুরভবনের প্রতিটি গেটে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। বসানো হয়েছে ভিজিল্যান্স আধিকারিকদের। ২৪ ঘণ্টা নজরদারি চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কয়েক দিন আগেই গুরুত্বপূর্ণ নথি ও ফাইল লোপাট করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন বিজেপি কাউন্সিলর সন্তোষ পাঠক। সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতেই পুর কমিশনার স্মিতা পান্ডে নিরাপত্তা আরও জোরদার করার নির্দেশ জারি করেছেন বলেই মনে করছে পুরসভার একাংশ। নতুন নির্দেশ অনুযায়ী, পুরভবনের ছোট–বড় সমস্ত ঢোকা–বেরোনোর গেটে কঠোর নজরদারি চালাতে হবে। পাশাপাশি, প্রতিটি ফটকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগে পুরসভায় কাজে আসা প্রত্যেককে কার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন, দপ্তর উল্লেখ করে নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর লিখে গেটে জমা দিয়ে ঢুকতে হত। বেরোনোর সময় সেই স্লিপ গেটে জমা দিয়ে বেরোতে হত। মেয়র গেট দিয়ে ঢুকলে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় ওঠার পর মেটাল ডিটেক্টর গেট দিয়ে যেতে হত। এবার সে–ক্ষেত্রেও নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হল। কোনও আধিকারিক বা কর্মী অনুমতি ছাড়া কোনও ফাইল বা নথি ভবনের বাইরে নিয়ে যেতে পারবেন না। কোনও পরিস্থিতিতেই গুরুত্বপূর্ণ ফাইল যেন দপ্তরের বাইরে না যায়। পুরসভার অন্দরে এক দপ্তর থেকে অন্য দপ্তরে ফাইল নিয়ে গেলে তারিখ উল্লেখ করে দিতে হবে।

প্রসঙ্গত, ২৩ মে ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলর সন্তোষ পাঠক পুরসভার বিভিন্ন দপ্তর থেকে ফাইল বস্তাবন্দি করে অন্যত্র সরিয়ে ফেলার অভিযোগ করেন। পুরসচিব কিশোরকুমার বিশ্বাসের কাছেও অভিযোগ জানান। এমনকী পুরসচিবকে সঙ্গে নিয়ে পুরভবনের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখান। সে সময়ে ভবনের বেশ কয়েক জায়গায় বস্তাবন্দি ফাইল পড়ে থাকতে দেখা যায় বলে অভিযোগ। কোন বিভাগের নথি সেখানে রাখা হয়েছে, কেন বস্তায় ভরা হয়েছে এবং সেগুলি কোথায় নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা— তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। পুরসচিব বিষয়টি খতিয়ে দেখে পুর–কমিশনারের সঙ্গে আলোচনা করার আশ্বাস দিয়েছিলেন। পুরসচিব পুর–কমিশনারের সঙ্গে পর্যালোচনার পরেই নিরাপত্তা–সংক্রান্ত এই নতুন নির্দেশ জারি হয়েছে বলে দাবি করেছে পুরসভার একটি সূত্র। তবে বিষয়টি নিয়ে পুর–প্রশাসনের কোনও আধিকারিক আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু জানাতে চাননি। নতুন নির্দেশ কার্যকর হলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুমোদন বা পুর–প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্তাদের লিখিত নির্দেশ ছাড়া কোনও ফাইল কলকাতা পুরসভার কেন্দ্রীয় ভবনের বাইরে নিয়ে যাওয়া যাবে না বলেই মনে করা হচ্ছে।

পুর-কমিশনার স্মিতা পান্ডে নিরাপত্তা আরও জোরদার করার নির্দেশ জারি করেছেন। নতুন নির্দেশ অনুযায়ী, পুরভবনের ছোট–বড় সমস্ত ঢোকা–বেরোনোর গেটে কঠোর নজরদারি চালাতে হবে।

যূনিয়ন বৈংক ऑफ इंडिया — भारत सरकार का उपक्रम
Union Bank of India — A Government of India Undertaking

রিজিওনাল অফিস কলকাতা মেট্রো
২২৫সি, ২য় তল, এ জে সি বোস রোড, কলকাতা– ৭০০০২০ ফোন নং ৯৮৩৬৮১১১৯০, ৯৫২৩৪১৭১৫৫

নিউ আলিপুর - কলকাতায় লিজে ব্যাঙ্ক প্রেমিসেস আবশ্যক

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার **নিউ আলিপুর, কলকাতায়** নিম্নোক্ত স্থানে অবিলম্বে দখলযোগ্য ২০০০ বর্গফুট ± ১০% কার্পেট এরিয়ার একটি সুনির্মিত **বাণিজ্যিক প্রেমিসেস** আবশ্যক।
একতলায় হলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

স্থান এবং কাঙ্ক্ষিত অবস্থান	জেলা ও রাজ্য	কাঙ্ক্ষিত কার্পেট এরিয়া
নিউ আলিপুর, কলকাতা-তে স্থান - নিউ আলিপুর পেট্রোল পাম্প থেকে ৫০০ মিটারের মধ্যে	কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ	২০০০ বর্গফুট ±১০%

আরও বিশদ বিবরণ এবং টেন্ডার নথির জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **www unionbankofindia bank in** এবং ই-প্রোকিওরমেন্ট পোর্টাল **https://eprocure gov in** দেখুন। নির্দিষ্ট বয়ানে বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **২৩-০৬-২০২৬ বিকেল ৩টে** পর্যন্ত।
ব্যাঙ্ক কোনও কারণ দর্শানো ছাড়াই যে কোনও বা সমস্ত বিড বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
ডি জি এম/এ জি এম

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক pnb punjab national bank (Govt. Of India Undertaking)
সংশোধনী

সার্কল অফিস: এসএএম ডিপার্টমেন্ট নর্থ ২৪ পরগনা
৪৮–এ, যশোর রোড, বারাসত (শেঠ পুকুরের নিকটে), পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭০০১২৪

ই নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কিত যা ৩০.০৫.২০২৬ তারিখে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল এবং যা ১৬.০৬.২০২৬ তারিখে পরিচালিত হবে, **সংরক্ষণ মূল্য, ইএমডি অর্থাঙ্ক এবং বিড বৃদ্ধি অর্থাঙ্ক নিম্নলিখিতভাবে পড়তে হবে:**

অ্যাকাউন্টের নাম	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি অর্থাঙ্ক গ) বিড বৃদ্ধি অর্থাঙ্ক	পরিবর্তে: ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি অর্থাঙ্ক গ) বিড বৃদ্ধি অর্থাঙ্ক
মিঃ আনোয়ারুল ইসলাম (ক্রম নং ২)	ক) ₹১০.৪০ লক্ষ খ) ₹১.০৪ লক্ষ গ) ₹০.১৫ লক্ষ	ক) ₹১০.০০ লক্ষ খ) ₹১.০০ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ
বিশ্বনাথ কর্মকার (ক্রম নং ৩)	ক) ₹২৩.৪০ লক্ষ খ) ₹২.৩৪ লক্ষ গ) ₹০.২৫ লক্ষ	ক) ₹২৬.০০ লক্ষ খ) ₹২.৬০ লক্ষ গ) ₹০.৩০ লক্ষ
মেসার্স রহিমা ট্রেডার্স (ক্রম নং ৪)	ক) ₹৯.৪৫ লক্ষ খ) ₹০.৯৪৫ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ	ক) ₹১০.৫০ লক্ষ খ) ₹১.০৫ লক্ষ গ) ₹০.১৫ লক্ষ
মিঃ রাজকুমার কর্মকার (ক্রম নং ৫)	ক) ₹১৩.৫০ লক্ষ খ) ₹১.৩৫ লক্ষ গ) ₹০.১৫ লক্ষ	ক) ₹১৫.০০ লক্ষ খ) ₹১.৫০ লক্ষ গ) ₹০.১৫ লক্ষ
মেসার্স সংযোগ (ক্রম নং ৬)	ক) ₹৭.২০ লক্ষ খ) ₹০.৭২ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ	ক) ₹৮.০০ লক্ষ খ) ₹০.৮০ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ

বাকি বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে, অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

তারিখ: ৩১.০৫.২০২৬
স্থান: কলকাতা
স্বা/– অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, এসএএম–নর্থ ২৪ পরগনা